

া রিয়াযুস স্বা-লিহীন (রিয়াদুস সালেহীন)

হাদিস নাম্বারঃ ৩৫৫ [আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৩৫১]

বিবিধ (كتاب المقدمات)

পরিচ্ছেদঃ 88 : উলামা, বয়স্ক ও সম্মানী ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করা, তাঁদেরকে অন্যান্যদের উপর প্রাধান্য দেওয়া, তাঁদের উচ্চ আসন দেওয়া এবং তাঁদের মর্যাদা প্রকাশ করার বিবরণ

(44) ـ بَابُ تَوْقِيْرِ الْعُلَمَاءِ وَالْكِبَارِ وَأَهْلِ الْفَضْلِوَتَقْدِيْمِهِمْ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَرَفْعِ مَجَالِسِهِمْ، وَرَفْعِ مَجَالِسِهِمْ، وَرَفْعِ مَجَالِسِهِمْ، وَإِظْهَارِ مَرْتَبَتِهِمْ

আরবী

وَعَن أَبِي يَحيَى، وَقِيلَ: أَبِي مُحَمَّدٍ سَهلِ بِنِ أَبِي حَثْمَةَ الأَنصَارِي رضي الله عنه، قَالَ: انظَلَقَ عَبدُ اللهِ ابنُ سهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بنُ مَسْعُود إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَومَئذِ صلُحُّ، فَتَفَرَّقَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عبدِ اللهِ بنِ سَهلٍ وَهُوَ يَتشَحَّطُ في دَمِهِ قَتِيلاً، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ المَدينَة فَاتَى مُحَيِّصَةُ إلَى عبدُ اللهِ بنِ سَهلٍ وَهُوَ يَتشَحَّطُ في دَمِهِ قَتِيلاً، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ المَدينَة فَانْطَلَقَ عَبدُ الرَّحمَانِ بنُ سَهلٍ وَمُحَيِّصَةُ وحُويِّصَةُ ابْنَا مَسْعُود إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَ عَبدُ الرَّحمَانِ يَتكَلَّمُ، فَقَالَ: «كَبِّرْ كَبِّرْ» وَهُوَ أَحْدَثُ القَوم، فَسَكَت، فَتَكلَّمُا، فَقَالَ: «كَبِّرْ كَبِّرْ» وَهُوَ أَحْدَثُ القَوم، فَسَكَت، فَتَكلَّمَا، فَقَالَ: أَتَحْلِفُونَ وتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ ؟ وذكر تمام الحديث. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

বাংলা

৪/৩৫৫। আবৃ ইয়াহয়্যা মতান্তরে আবৃ মুহাম্মাদ সাহল ইবনু আবৃ হাসমা আনসারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু সাহল এবং মুহাইয়িশ্বাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু খায়বার রওয়ানা হলেন। সে সময় (সেখানকার ইয়াহুদী এবং মুসলিমের মধ্যে) সিদ্ধ ছিল। (খায়বার পৌঁছে স্ব স্ব প্রয়োজনে) তাঁরা পরস্পর পৃথক হয়ে গেলেন। অতঃপর মুহাইয়িশ্বাহ আব্দুল্লাহ ইবনু সাহলের নিকট এলেন, যখন তিনি আহত হয়ে রক্তাক্ত দেহে তড়পাচ্ছিলেন। সুতরাং মুহাইয়িশ্বাহ তাঁকে (তাঁর মৃত্যুর পর) সেখানেই সমাধিস্থ করলেন। তারপর তিনি মদিনা এলেন।

(মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মৃতের ভাই) আব্দুর রহমান ইবনু সাহ্ল এবং মাসউদের দুই ছেলে মুহাইয়িস্বাহ ও ছওয়াইয়িস্বাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলেন। আব্দুর রহমান কথা বলতে গেলেন। তা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "বয়োজ্যেষ্ঠকে কথা বলতে দাও, বয়োজ্যেষ্ঠকে কথা বলতে দাও।" আর ওদের মধ্যে আব্দুর রহমান বয়সে ছোট ছিলেন। ফলে তিনি চুপ হয়ে গেলেন এবং তাঁরা দু'জন কথা বললেন। (সব ঘটনা শোনার পর) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমরা কি কসম খাচ্ছ এবং



(নিজ ভাইয়ের) হত্যাকারী থেকে অধিকার চাচ্ছ?" অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করলেন। (বুখারী ও মুসলিম) [1]

English

(44) Chapter: Revering the Scholars and Elders, Preferring them to others and raising their Status

351. Sahl bin Abu Hathmah Al-Ansari (May Allah be pleased with him) reported: `Abdullah bin Sahl and Muhaiyisah bin Mas`ud "(May Allah be pleased with them) went to Khaibar during the period of the truce (after its conquest) and they separated to perform their duties. When Muhaiyisah returned to `Abdullah bin Sahl, he found him murdered, drenched in his blood. So he buried him and returned to Al-Madinah. Then `Abdur-Rahman bin Sahl, Huwaiyisah and Muhaiyisah, the two sons of Mas`ud went to Messenger of Allah (PBUH) and spoke about the case of their (murdered) friend. `Abdur-Rahman, who was the youngest of them all, started talking. Messenger of Allah (PBUH) said, "Let those older than you speak first." So he stopped talking and the (other two) spoke about the case of their (murdered) friend. Messenger of Allah (PBUH) said, "Will you take an oath whereby you will have the right to receive the blood money of your murdered man?" And mentioned the rest of the Hadith."

[Al-Bukhari and Muslim].

Commentary: The author of this book, Imam Nawawi, has reproduced only that portion of Hadith which is related to this chapter. This Hadith makes out the following points:

- 1. The eldest person has the first right to speak in a gathering. But this principle is to be followed when all the persons present there are equal in virtue and intelligence; otherwise, one who is superior to o thers in these qualities will have a prior right to speak.
- 2. The Hadith explains the issue of Qasamah which was in vogue in the pre-Islamic period and was maintained by Islam. Qasamah was a mode of settling cases of undetected murders. In such situations, fifty persons from the heirs of the victim were asked to take an oath that murder was committed by some person of that locality (or some persons from the heirs were required to take oath for fifty times to this effect); after this oath, the people of that area were liable to pay Diyah (blood money) to the heirs of the victim. If the persons blamed for the murder said on the similar oath that none of them had committed that offense, they were absolved from the



payment of Diyah and the payment of blood money was made to the heirs of the victim from the Bait-ul-Mal (state exchequer). In the incident referred in this Hadith when the Prophet (PBUH) asked the brothers of the victim to take the required oath, they refused to do so as they were not sure as to who had committed the crime. The Prophet (PBUH) did not ask the inhabitants of Khaibar for the oath because they were Jews and the heirs of the victim did not have faith in them. Thus, the Prophet (PBUH) himself made the payment of the blood money to the heirs of the victim.

ফুটনোট

[1] সহীহুল বুখারী ৩১৭৩, ২৭০২, ৬১৪২, ৬৮৯৮, ৭১৯২, মুসলিম ১৬৬৯, তিরমিযী ১৪২২, নাসায়ী ৪৭১৩, ৪৭১৪, ৪৭১৫, ৪৭১৬, আবূ দাউদ ৪৫২০, ৪৫২১, ৪৫২৩, ইবনু মাজাহ ২৬৭৭

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন